আমার তথ্য জানার অধিকার

মানুষের জন্য
manusher jonno
মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগী উদ্যোগ
বাড়ি ১২২ রোড ১ ব্লক এফ, বনানী মডেল টাউন, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ

'কমনওয়েলথ্ হিউম্যান রাইটস্ ইনিসিয়েটিভ', নয়াদিল্লী,
'সুচনা রাখার অধিকার' এর অনুকরণে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' কর্তৃক মুদ্রিত

সবার জন্য শিক্ষা

মিরপুর কলারোয়া বস্তির হালিম মিয়া তার বাচ্চাকে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির জন্য নিয়ে গেলো। সে জানতো প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করতে কোন টাকা লাগে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ তার কাছে ভর্তি ফি বাবদ ৫০ টাকা , ভর্তি ফর্মের জন্য ৩০ টাকা এবং হাজিরা খাতায় নাম তুলতে ২০ টাকা - মোট ১০০ টাকা চাইলো। হালিম মিয়া বললো যে, সে জানে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করতে কোন টাকা লাগে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ উত্তর দিলো, ভর্তির জন্য এই ফি গুলো তাদের নিতে হয় কারণ স্কুল পরিষ্কার রাখতে ও নাস্তা-পানিবাবদ কোন ফান্ড নেই।

হালিম মিয়ার জন্য ১০০ টাকার ব্যবস্থা করা খুব কঠিন হয়ে পড়লো। সে মন খারাপ করে বাড়ী ফিরলো, তার বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করতে পারলো না।

উচ্চ ফলনশীল বীজ

পিপুলিয়া গ্রামের আনোয়ার ধানের বীজ সংরক্ষণ করে রেখেছিল। বন্যার পানিতে এই বীজ নষ্ট হয়ে গেল। সে ধানের/ফসলের বীজ কিনতে গেলে তাকে উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রীড) বীজ দেয়া হলো। এই বীজের ব্যবহার করলে কোন ক্ষতি হয় কিনা - সে এ ব্যাপারে দোকানীর কাছে জানতে চাইলো। দোকানী এই বীজ ব্যবহারের সুবিধাগুলো জানালো। অনেক ভালো ফলন হলো। যথারীতি সে আগামীতে ফসল ফলানোর জন্য এই বীজ রাখলো এবং বীজ লাগিয়ে দেখলো এই বীজের কোন চারা গজায় না।

তখন সে থানা কৃষি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করলো এবং ঘটনা খুলে বললো। থানা কৃষি অফিসার জানালো-এই হাইব্রীড ধান পরবর্তীতে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

গ্রাম আদালতে বিচার

সাটুরিয়া গ্রামের তারা মিয়ার ক্ষেতের ফসল গবাদী পশু খেয়ে ফেললে তার প্রায় ৪ হাজার টাকার ফসলের ক্ষতি হলো। তিনি এ বিষয়ে গ্রামীণ শালিসে নালিশ জানালেন। শালিসে বিষয়টি সমাধান না হওয়াতে তিনি বুঝতে পারছিলেন না এ বিষয়ে কোথায় মামলা করবেন। এক পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে গ্রামের দু'দল লোকের মধ্যে মারামারি হলো।

অথচ তার এলাকায় গ্রাম আদালত চালু ছিলো । তারা মিয়া জানতো না বিষয়টি গ্রাম আদালতে বিচার করা যায়।

আইনগত সহায়তা প্রদান

আলেয়া এবং কাশেমের তিন মেয়ে। তাদের কোন ছেলে সন্তান নেই বলে শাশুড়ী আলেয়াকে প্রায়ই কথা শুনাতো। ক্রমেই বিষয়টি নিয়ে স্বামী ও শাশুড়ী তাকে নানা অপবাদ দিতে থাকলো। একদিন স্বামী আলেয়াকে মারধর করে বাড়ী থেকে বের করে দিল। সে তিন মেয়েসহ বাবার বাড়ী আশ্রয় নিল। এভাবে দিনের পর দিন কেটে গেল, মাস গড়িয়ে বছর হলো কিন্তু স্বামী তার কোন খোঁজ নেয় না। আলেয়ার বাবা খুবই দরিদ্র, আলেয়া বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা করতে চাইলো। কিন্তু মামলা করার মতো টাকা পয়সা তার নেই। একজন এনজিও কর্মী তাদেরকে জানালো যে, প্রতিটি জেলায় 'আইনগত সহায়তা প্রদান' নামে একটি ফান্ড আছে। এই ফান্ড হতে দুঃস্থ, অসহায়, স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা নারী, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য অসহায় ব্যক্তিকে মামলা পরিচালনায় অর্থ এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।

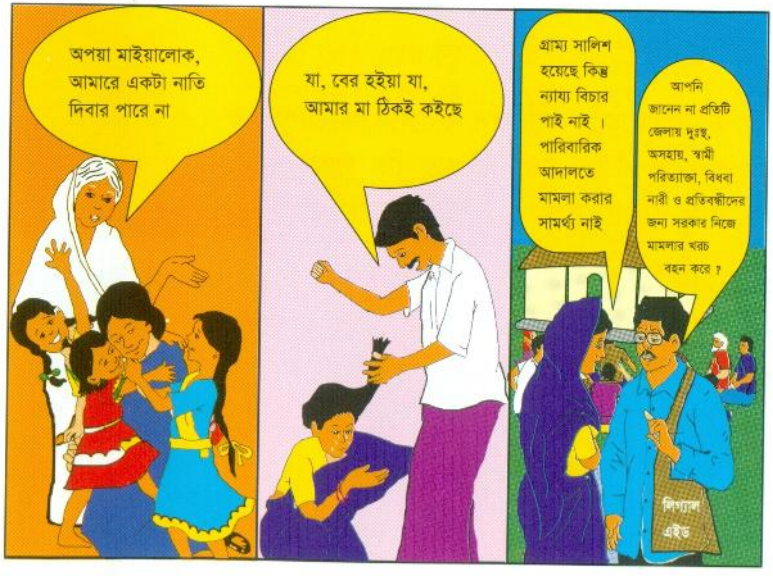

খাস জমি

সুখিপুর গ্রামে জসীমউদ্দিন পরিবার নিয়ে অনেকদিন ধরে সরকারি খাস জমিতে বসবাস করছিল। একদিন হঠাৎ প্রভাবশালী জোতদার, কিছু পুলিশ ও স্থানীয় মাস্তান দের নিয়ে এসে তাদের জমি থেকে জোর করে বের করে দিল। তাদের জোর করে বের করে দিতে চাইলে জসীমউদ্দিন জানতে চাইল "অহন আমরা কই থাকুম কই যামু?"

"চোপ! জায়গা জমি বেদখল কইরা আছস আবার বেশী কথা কস, তোরে জেলের ভাত খাওয়ামু!" বলে জমি থেকে বের করে দিল।

অসহায় জসীমউদ্দিন উপায় না দেখে ভুমি অফিস এ গিয়ে জানতে চাইল,"খাস জমিতে কি আমার কোন অধিকার নাই?"

ভূমি অফিসার তাকে খাসজমিতে ভূমিহীনদের অধিকার সংক্রান্ত তথ্য না দিয়ে ধমক দিয়ে অফিস থেকে বের করে দিল।

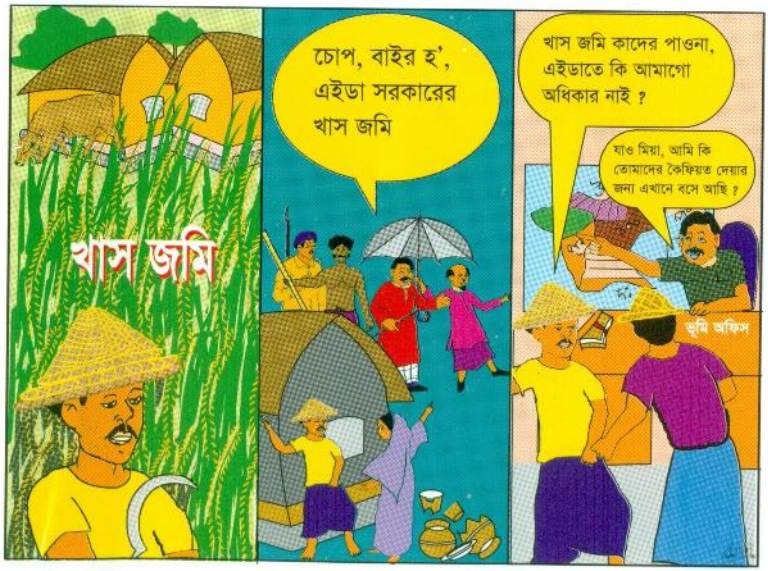

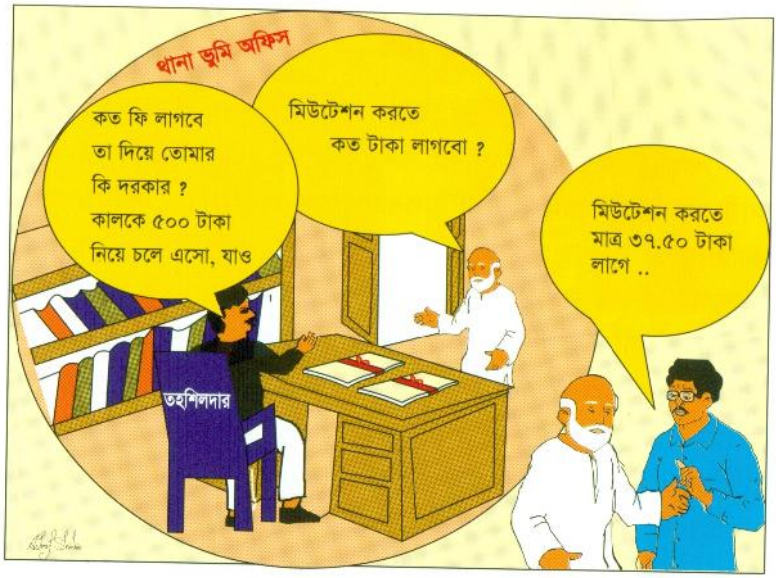

মিউটেশন

ধানকোড়া গ্রামের কোরবান আলী এক বিঘা জমি কিনলো। যথারীতি জমিটির রেজিস্ট্রেশন শেষ হওয়ার পরে সে এসি ল্যান্ড অফিসে জমিটির মিউটেশন করতে গেল।

সে তহশিলদারকে জিজ্ঞেস করলো মিউটেশন করতে কত লাগবে। তহশিলদার উত্তর দিলো, কত ফি লাগবে তা দিয়ে তোমার কি দরকার? তুমি কালকে ৫০০ টাকা নিয়ে এসো।

কোরবান আলী ভূমি অধিকার নিয়ে কাজ করে এরূপ এনজিও কর্মীর কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলো। কর্মী জানালো, যে পরিমাণ জমিই হোক এবং যেখানেই অবস্থান হউক না কেন এটি মিউটেশন করতে ৩৭.৫০ টাকা লাগে।

ট্রেনের টিকেট

বাহাদুরাবাদ থেকে ঢাকাগামী ট্রেনগুলো একটি মফস্বল শহরে রেলস্টেশনে থামত। শহরের যাত্রীরা জানত না তাদের শহরের জন্য এসব ট্রেনে কতটি সিট বরাদ্দ থাকে। ফলে যাত্রীরা টিকেট চাইলে কাউন্টার থেকে তাদের বলা হত সিট খালি নেই। যাত্রীরা কাউন্টারে টিকেট পেত না, কিন্তু কালোবাজারীদের কাছ থেকে বেশি দামে টিকেট কিনত। একদিন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী তরুণরা উদ্যোগী হয়ে স্টেশন থেকে সিট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে যাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে। সাধারণ যাত্রীরা জানতে পারে কোন ট্রেনে তাদের শহরের জন্য কতটি সিট বরাদ্দ। এই তথ্য জানার পর কাউন্টারে টিকেট নেই বললে যাত্রীরা জানতে চাইত এতগুলো টিকেট কখন কিভাবে বিক্রি হয়েছে। তারা কালোবাজারীদের কাছে সব টিকেট বিক্রি করে দেয়ার প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। যাত্রীদের এ ধরনের প্রতিবাদের মুখে বাধ্য হয়ে টিকেট কাউন্টারের লোকজন কালোবাজারীদের কাছে টিকেট বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে সাধারণ যাত্রীদের কাছে টিকেট বিক্রি করতে শুরু করে।

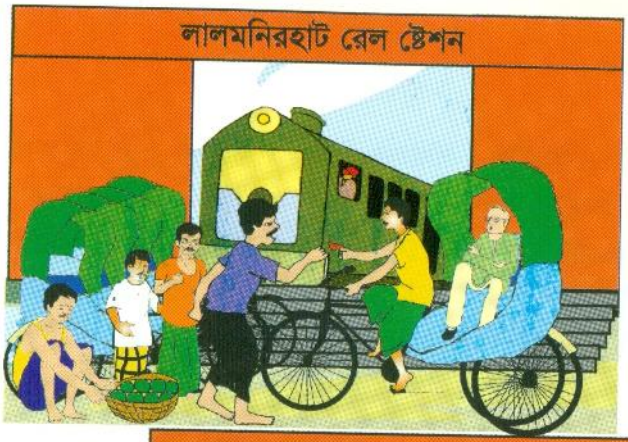

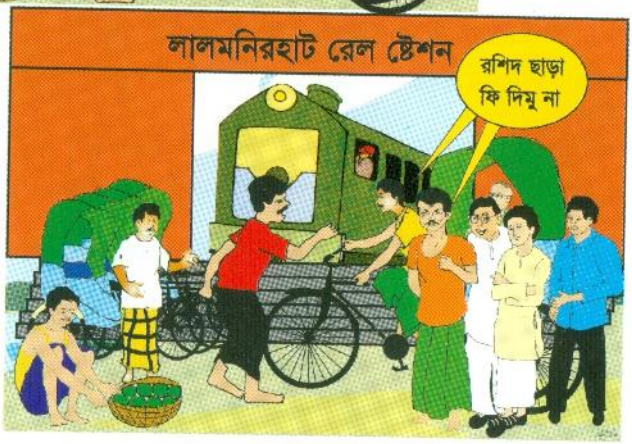

সরকারি ফি

লতিফ মিয়া একজন রিক্সা চালক। সে লালমনিরহাট শহরে রিক্সা চালায়। লালমনিরহাট রেল স্টেশন চত্বরে একদল লোক অবৈধভাবে দরিদ্র রিক্সা চালকদের কাছ থেকে রিক্সা নিয়ে স্টেশন চত্বরে ঢোকার ফি আদায় করত। লতিফ মিয়াসহ সব রিক্সা চালকই সরকারি ফি মনে করে অনেক দিন থেকে এই ফি দিয়ে আসছিল। একদিন একজন যাত্রী লতিফ মিয়াকে জানালো সরকারি ফি হলে আদায়কারীকে অবশ্যই টাকা নিয়ে রশিদ দিতে হবে। লতিফ মিয়ার এই তথ্যটি জানা ছিল না। সে অন্যান্য রিক্সা চালকদেরও ব্যাপারটি জানায়। পরবর্তীতে স্টেশন চত্বরে টাকা আদায়কারীরা রিক্সা চালকদের নিকট থেকে টাকা চাইলে তারা রশিদ দাবী করে। রশিদ দিতে না পেরে অবৈধভাবে টাকা আদায়কারীরা টাকা আদায় বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়।

দূর্যোগের সময় তথ্যের ভূমিকা

বাংলাদেশে আমরা সাধারণত যে সমস্ত দূর্যোগ দেখি তার মধ্যে রয়েছে - বন্যা, ঘূর্নিঝড়, সাইক্লোন, হারিকেন, খরা ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগের মধ্যে আছে -অধিক বৃষ্টিপাত এবং তার ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, মাটি ক্ষয় হয়ে যাওয়া, নদী ভাঙ্গন এবং আরও অনেক। এ সকল দূর্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, সঠিক সময়ে দূর্যোগের ব্যাপারে না জানা থাকার কারনে আগে থেকে কেউ সাবধান হয়না। ফলে জান-মাল কিছুই বাচাঁনো যায়না। কিন্তু এ বিষয়ে আগে থেকে তথ্য জানা থাকলে হয়ত তা কিছুটা হলেও এড়ানো সম্ভব হতে পারতো। যেমন-

- বিনাইগাতী গ্রামের লোকেরা বাইরের জগতের সাথে খুব একটা যোগাযোগ রাখত না। কিন্তু তাদেরই পাশের গ্রাম সুখীপুরের বেশীরভাগ লোকজন সংবাদপত্র পড়ত। ফলে ঐ এলাকায় যখন বন্যা হলো, সুখীপুরের মানুষেরা আগাম তার খবর পেল সংবাদপত্রে। তারা তখন সকল ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করলো এবং মালপত্র উচুঁ স্থানে সরিয়ে নিল। নিজেদের জন্য তারা মাচাঁর উপর ঘর তৈরী করলো। ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান কম হলো। অন্যদিকে বিনাইগাতীর লোকেরা আগে থেকে কিছুই জানতো না। তাই তারা কোন প্রস্তুতি নেবার আগেই বন্যায় কবলিত হল। তাদের মাঠভর্তি ভর্তি ফসল ভেসে গেল, ঘর-বাড়ির মালপত্র নষ্ট হলো। কেবল সময়মত তথ্য জানার অভাবে তাদের এই সমস্যা হলো।

- তথ্যসূত্র ঃ ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)

● চর হাজারীর আকমল মাঝির কোন রেডিও ছিলনা। একদিন সকালে উঠে সে দেখল আকাশে অনেক মেঘ। অন্যান্য মাঝিদের নৌকা তখনও ঘাটে বাধাঁ। সে তাই তাড়াতাড়ি করে মাছ ধরবার জন্য সাগরে রওনা হল। কিছুক্ষন পরেই ভয়ংকর ঝড় উঠলো। বড় বড় ঢেউয়ের তোড়ে আকমলের নৌকা উল্টে গেল। সে নিজে অনেক কষ্টে সাতঁরে তীরে ফিরে আসল। পরে সে জানতে পারল যে ঐ দিন সকালে রেডিওতে ঘোষনা দেওয়া হয়েছিল ঝড়ের ব্যাপারে। অন্যান্য মাঝিরা যারা খবর শুনেছিল তারা কেউ তাই ঘর থেকে বের হয়নি। আকমল মাঝি সঠিক তথ্যটি পায়নি বলেই সমস্যায় পড়ল।

- তথ্যসূত্র ঃ ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)

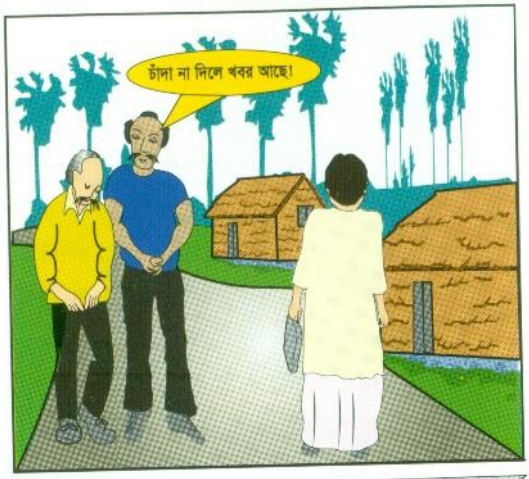

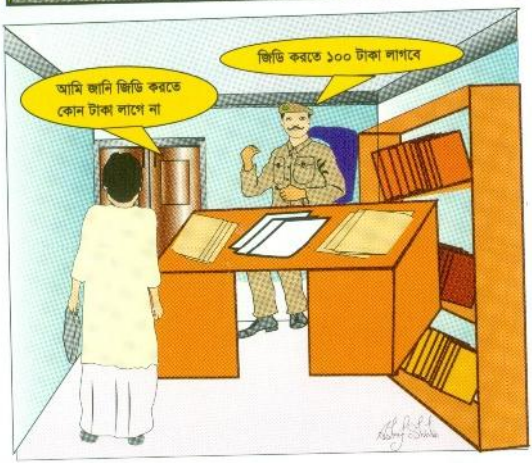

থানায় অভিযোগ দায়ের

আল আমিন মিয়া একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। একদিন একদল যুবক তার কাছে এসে চাঁদা দাবী করে এবং চাঁদা না দিলে তার ক্ষতি করার হুমকি দেয়। আল আমিন মিয়া এ বিষয়ে জিডি করতে থানায় যান। থানার কর্মকর্তা তাকে জানান জিডি করতে ১০০ টাকা লাগবে। আল আমিন মিয়া জানতেন জিডি করতে কোন ধরনের টাকার প্রয়োজন হয় না। তথ্যটি তার জানা থাকায় তিনি থানার কর্মকর্তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি কোন টাকা ব্যয় না করেই জিডি করতে সক্ষম হন।

তথ্য অধিকার কি?

তথ্য অধিকার হলো সরকারী/বেসরকারী কাজকর্ম,সিদ্ধান্ত,নিয়ম-কানুন,নথিপত্র,হিসাব-নিকাশ,রেকর্ড ইত্যাদিসহ মানুষের যেসব বিষয় জানা দরকার তা লিখিত বা মৌখিকভাবে কিংবা সংবাদপত্র,রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে জানার অধিকার। প্রয়োজন হলে সরকারী নথিপত্র দেখার অথবা সেগুলোর কপি পাওয়ার অধিকারও তথ্য অধিকার।

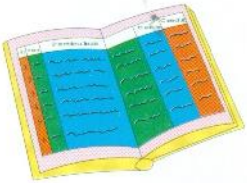

এই অধিকার আমাদের কে দিয়েছে?

সংবিধান অনুসারে আমাদের কিছু মৌলিক অধিকার আছে যার রক্ষণাবেক্ষণ করা সরকারের কর্তব্য। এই সব অধিকার সরকার কখনও লংঘন করতে পারেন না। কোন বিশেষ কারণে, জনগণের কল্যাণে সরকার এগুলো সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই সব বিশেষ অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। আমাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার।

কেন জনগণকে তথ্য দেওয়া হয় না?

সাধারণত ২টা কারণে জনগণকে তথ্য দেওয়া হয় না -

প্রথমত :

কিছু আইন আছে যা তথ্য প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন -

- সাক্ষ্য আইন ১৮৭২
- সরকারী গোপন বার্তা আইন ১৯২৩
- রুলস্ অব বিজনেস,১৯৯৬
- সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা , ১৯৭৯

এ ছাড়াও সংবিধানের গোপনীয়তার শপথ (হলফনামা) তথ্য প্রবাহে বাধা দেয়।

এই আইনগুলো ইংরেজ সরকার নিজেদের রক্ষার্থে তৈরী করেছিল। এই আইনগুলো আমাদের গণতন্ত্র এবং সংবিধান বিরুদ্ধ। এই আইনগুলোর মধ্যে কিছু পরিবর্তন এবং কিছু বাতিল/রহিত করার প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয়ত :

- গোপনীয়তার সংস্কৃতির প্রভাবে শাসন ব্যবস্থা প্রভাবিত।
- শাসন প্রণালীর সুযোগ নিয়ে শাসকগোষ্ঠী প্রভাবশালী এবং স্বার্থপর হয়ে গেছে , তাই তারা গোপনীয়তা রক্ষার নামে নিজেকে বাঁচাতে চায়।

- উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তথ্য পাওয়া কঠিন কেন না- ফাইল, দলিল পত্র ও কাগজাদি রাখার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও পুরানো।
- জনগণ জানে না কি কি তথ্য পাওয়া তাদের অধিকার,তাই কেউ তথ্য না দিলে তারা তাদের অধিকার দাবী করে না।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা

এর মানে হলো নিজের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মানে- নিজের ভাব প্রকাশ করা- সেটা বলেই হোক কিংবা লিখেই হোক। এই অধিকারের একটা জরুরী অংশ হলো- কোন বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করার অধিকার যা কারো পক্ষে অথবা বিপক্ষেও যেতে পারে। চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে জানার অধিকার নিহিত আছে। কেন না- যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন বিষয় সম্পর্কে জানা না হয়, ততক্ষণ আমরা ঐ বিষয়ে আমাদের বিচার, বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারি না।

জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

এর মানে হলো, সেসব তথ্য এবং সেবা পাওয়ার অধিকার যার মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এর মাঝে সম্মানের সঙ্গে জীবন

ধারণের অধিকারও আছে। (যেমন কোন জায়গার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা, কারণ মানুষের জীবন জীবিকার সাথে ইহা জড়িত)।

এই অধিকার কি করে পেতে পারি?

এই অধিকার আমারা পেতে পারি যদি-

- সরকার প্রত্যেক বিভাগকে নির্দেশ জারী করে যেন তারা জনগণকে তথ্য প্রদান করে।
- প্রচলিত কিছু আইন পরিবর্তন/বাতিল করে।

- এমন এক আইন করা যার মাধ্যমে জনগণকে সব ধরনের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়।

তথ্য অধিকার আইন

আমাদের এমন একটা আইনের প্রয়োজন যা -

- জনগণকে জরুরী সংবাদ দিতে সাহায্য করে।
- স্পষ্টভাবে বলবে সরকার এবং শাসন ব্যবস্থার জন্য তথ্য প্রদান করা আবশ্যক।
- স্পষ্টভাবে বলবে তথ্য দেওয়া এক সাধারণ নিয়ম এবং কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন পরিস্থিতিতে এটা মানা করা যেতে পারে।
- স্পষ্টভাবে বলবে মানা করার বিশেষ কারণ কি কি।

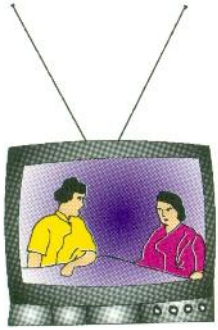

- তথ্য রাখা ও জমা করার সহজ প্রক্রিয়া চালু করবে- যেমন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি।
- তথ্য দেওয়ার সহজ প্রক্রিয়া চালু করবে- যেমন, কার্যালয়ে ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার ইত্যাদি।
- তথ্য সরলভাবে দেওয়া উচিত যা সাধারণ লোক বুঝতে পারে।
- স্পষ্টভাবে বলবে তথ্য কে দেবে, কত সময়ে এবং কিভাবে (লিখিত, মৌখিক, বোর্ডে লিখে কপি করে ইত্যাদি)।
- ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তথ্য কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে সেটি স্পষ্ট করবে।

এই বুকলেট/পুস্তিকা প্রণয়ণে সহায়তা করেছেন
'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর
রুমা সুলতানা, কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, আরিফ হোসেন খান এবং সানজিদা সোবহান